Vol. 42 | No. 1 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুল-সঙ্গীত : বাণী ও সুরের বিকৃতিরোধের সম্ভাব্য প্রক্রিয়া

Volume	42
Issue	1
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	নীলুফার ইয়াসমীন
Published online	October 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v42i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i1.7
Pages	230-242
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নজরুল-সঙ্গীত : বাণী ও সুরের বিকৃতিরোধের সম্ভাব্য প্রক্রিয়া

নীলুফার ইয়াসমীন*

সংগীতের ইতিহাসে কবি নজরুল ইসলাম একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় সংযোজন করেছেন। গীতিকার, সুরকার ও গায়ক-সংগীতের এই তিন ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার অনন্য স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সংগীতে নজরুল প্রতিভার স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর সৃষ্টিশীল ভাবাবেগের সুরমূর্তি প্রকাশিত হয়েছে সংগীতে। তাঁর প্রাণশক্তির উচ্ছলতার অভিব্যক্তি রূপায়িত হয়েছে সংগীত রচনায়।

নজরুল কবিতা রচনার সাথে গানও রচনা করতেন। সংগীতের প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ শৈশবকাল থেকেই। লেটোর দলে যোগ দিয়ে তিনি গান লিখেছেন এবং সে গানে সুরারোপ করেছেন। পরিণত জীবনে তিনি গ্রামোফোন কোম্পানিতে চাকরি করেছেন, বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। এই দুই প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁকে প্রচুর গান লিখতে হয়েছে, রচনা করতে হয়েছে অনেক সংগীতালেখ্য।

নজরুলের মধ্যে কাব্য-প্রতিভা ও গীতি-প্রতিভার এক অভূতপূর্ব মিলন ঘটেছে। নজরুল-প্রতিভা সর্বাধিক সার্থকতা লাভ করেছে গান রচনার ক্ষেত্রে। বাংলা সংগীতের ঐতিহ্য অনুসরণ করেই নজরুল গান রচনা করেছেন। তাই তাঁর গান হয়ে উঠেছে বাণী ও সুরে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। নজরুলের গানের সহজ, সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত গুণ, ছন্দের বিচিত্রতা, মিলের সৌন্দর্য এবং অলংকার প্রয়োগের কুশলতা তাঁর গানগুলোকে করে তুলেছে হৃদয়গ্রাহী। তাঁর গানের বাণী ও সুর চমকিত তীক্ষ্ণধার, অতলস্পর্শী চিত্তহারী রূপ এবং হৃদয় মুগ্ধ করা ঔজ্জ্বল্য গুণে সমৃদ্ধ। গানে ছন্দ ব্যবহারেও তিনি ছিলেন এক দক্ষ কারিগর। কী মাত্রাবৃত্ত, কী স্বরবৃত্ত ছন্দ অপূর্ব মোহনীয় রূপে ধরা পড়েছে তাঁর গানে।

---

* প্রভাষক, নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নজরুল-সংগীতের পটভূমি থেকে তাঁর গান রচনার বিশালত্ব, গানের ভুবনকে তাঁর সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করার চিত্রই প্রতিফলিত হয়। কবি ও গীতিকার নজরুলের গানে বাণী আর সুর বাঙ্ময় হয়ে ধরা পড়েছে। নজরুলের সংগীত-প্রতিভা অত্যন্ত সার্থকরূপে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গান ও সুরে। কাজী নজরুল ইসলাম তাই তাঁর সংগীত সম্পর্কে নিজেই বলে গেছেন,

> কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি, জানি না। আমার আবেগ যা এসেছিলো, তাই আমি সহজভাবে বলেছি, আমি যা অনুভব করেছি তাই আমি বলেছি, ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু সংগীতে যা দিয়েছি সে সম্বন্ধে আজ কোনও আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সাহিত্যে দান আমার কতটুকু জানা নেই, তবে এটুকু মনে আছে, সংগীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।

নজরুল তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের মতোই সংগীত ভাণ্ডারকে বিচিত্রসমাহারে উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন। গান সম্পর্কে নজরুলের সুস্পষ্ট মন্তব্যই তার প্রমাণ।

"আপনারা আমার কবিতা সম্পর্কে যা ইচ্ছা হয় বলুন কিন্তু গান সম্পর্কে নয়। গান আমার আত্মার উপলব্ধি।" গীতিকার, সুরকার নজরুল তাঁর সংগীতের মাঝেই অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন অনন্তকাল।

অনন্তকালের সংগীত স্রষ্টা নজরুলের গানের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব তিনি অর্পণ করে গেছেন নজরুল-সংগীতের শিক্ষক আর শিল্পীদের উপর। নজরুল-সংগীত শিক্ষক ও শিল্পীরা নজরুলের গান বাণী ও সুরের শুদ্ধতা বজায় রেখে তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন নজরুলের সেই প্রত্যাশা ও প্রত্যয় নিশ্চয় ছিল। তাই তিনি শিল্পী সুরকারদের জন্যে তাঁর গানের অর্গল উন্মুখ রেখে যেতে দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করেন নি। কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক বিপরীত।

সুর-বিকৃতির কথা স্মরণ রেখেই বলেছেন, 'যদি আমার দেওয়া সুরের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্য থাকে' তাহলে নির্ভুলভাবে স্বরলিপি অনুসরণ করাই বিধেয়। স্বরলিপি গানের সুর বিকৃতিকে রক্ষা করে বলেই স্বরলিপি অনুসরণ করার প্রতি জোর দিয়ে বলেছেন,

> স্বরলিপিতে গান বাঁধা থাকলে গানের সুরের কাঠামোটা অর্থাৎ ছকটা বসলে কখনো হারায় না... খাতা পত্রেপাকা হয়ে থাকে (রবীন্দ্র সংগীতের প্রামাণ্য সুর : কিরণশশী দে)।

নজরুল সংগীতের সুরে অসঙ্গতির প্রশ্নটি আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ শিল্পীদের কণ্ঠে প্রচারিত গানে নজরুল-সংগীতের সুরে বিচ্যুতি ঘটেছে অহরহ। ফলে নজরুলের গানের প্রকৃত সুরটি বিকৃতরূপের অন্তরালে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। নজরুল-সংগীতের আসল রূপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এই আশঙ্কা থেকে মুক্তিলাভের পথ খুঁজতে গিয়ে নজরুল-সুর বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মমোহন ঠাকুর নজরুল সংগীতের সুর সংরক্ষণে এবং সুর-বিকৃতি রোধকল্পে প্রামাণিক সুর হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্যে কতিপয় প্রস্তাব রেখেছেন।

(১) নজরুলের কর্মাবস্থায় (১৯৪২ সাল পর্যন্ত) তাঁর সুরে গাওয়া রেকর্ডকৃত সুর।

(২) নজরুলের কর্মাবস্থায় তাঁর দ্বারা প্রকাশিত স্বরলিপি গ্রন্থের সুর।

যথা ঃ নজরুল স্বরলিপি (১৯৩১), সুরমুকুর (১৯৩৪), স্বরলিপি (১৯৩৪)।

(৩) নজরুলের কর্মাবস্থায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সুরের বা তাঁর দ্বারা অনুমোদিত সুরের স্বরলিপি,

(৪) নজরুলের কর্মাবস্থায় তাঁর সুর বর্তমান সত্ত্বেও অন্যের সুর যা তাঁর দ্বারা অনুমোদিত হয়ে রেকর্ড বা স্বরলিপি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

(৫) নজরুলের কর্মাবস্থায় অন্যের সুরে রেকর্ডে গীত সেই গানগুলি, যেগুলিতে তাঁর সুর ছিল না, তিনি শুধুই গীতিকার।

(৬) নজরুলের কর্মাবস্থায় তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত গীতগ্রন্থগুলিতে গানগুলির শিরোভাগে সুর তাল নির্দেশ,

(৭) নজরুল অসুস্থ হবার পর তাঁর সুরে গাওয়া রেকর্ডকৃত সুর,

(৮) নজরুল অসুস্থ হওয়ার পর নজরুলের ঘনিষ্ঠ ট্রেনারদের সুরে রেকর্ড-গীত গান।

ব্রাহ্মমোহন ঠাকুরের প্রস্তাবগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। নজরুল সুস্থাব্যবস্থায় যে সকল গান সুর করেছেন এবং স্বকণ্ঠে অথবা অন্য কোনো শিল্পীর কণ্ঠে গীতি হয়েছে সে গানগুল্যেতে সুর বিচ্যুতি বা বিকৃতির অবকাশ নেই। যে সকল গান নজরুল স্বয়ং স্বরলিপি করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন কিংবা যে সকল

গানের সুর অন্য সুরকার দ্বারা সুরাপিত হয়ে নজরুলের অনুমোদনক্রমে রেকর্ডে ধারণ এবং স্বরলিপি আকারে প্রকাশিত হয়েছে সে গানগুলোর সুর অবিকৃত হিসেবে অবশ্যই গণ্য হতে পারে।

নজরুল যে গানগুলোর গীতিকার মাত্র, কিন্তু সুরকার ভিন্ন সে গানগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন জাগতে পারে। প্রথমত সেই সুর কি নজরুল কর্তৃক অনুমোদিত? নজরুল অনুমোদিত না হলে সেগুলো কি প্রামাণ্য সুর বলে গ্রহণযোগ্য? একই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে তাঁর অসুস্থ হওয়ার পর সুরকৃত এবং রেকর্ডকৃত গানগুলো সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নজরুলের কিছু ঘনিষ্ঠা সুরকার ছিলেন যাঁরা তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য এবং গায়কী সম্পর্কে ওয়াকেবহাল ছিলেন এবং সেই ধারা অনুসরণ করেই সুরারোপ করেছেন। সে গানগুলোতে যথাযথ সুরারোপ করা হয়েছে বলে গণ্য করা যায়। বাদবাকি গানগুলো সুর সঠিক কিনা সে ব্যাপারে সুরাহা কি? এই প্রশ্ন থেকে নজরুলের গানের সুর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের উদ্যোগে নজরুলের গানের প্রামাণ্য সুর নির্ধারণের নীতিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্যে কমিটি গঠন করা যায়। নীতিমালার শিরোনাম 'নজরুল সংগীত স্বরলিপি প্রমাণীকরণ পরিষদ'। বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয় ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ সালে এই বিজ্ঞপ্তিটির মূল বক্তব্য এরূপ ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নজরুল সংগীতের স্বরলিপি শুদ্ধতা যাচাই, প্রমাণীকরণ, সত্যায়নের জন্য 'নজরুল সংগীত স্বরলিপি প্রমাণীকরণ পরিষদ'। নামে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছেন।

এই বিজ্ঞপ্তিটির সঙ্গে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। সরকার গঠিত উক্ত প্রমাণীকরণ পরিষদের নীতিমালার প্রথম ও প্রধান ধারাটি নিম্নরূপ ঃ

১। (ক) ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কবি নজরুল সুস্থ ও সচেতন থাকা অবস্থায় তাঁর নিজস্ব সুরারোপিত যেসব গানের রেকর্ড হয়েছে সেই রেকর্ড থেকে ক্যাসেটে ধারণ করা গানের স্বরলিপিকার শুদ্ধতা যথাসম্ভব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যাচাই, প্রমাণীকরণ সত্যায়ন করতে হবে।

(খ) কিছু কিছু প্রখ্যাত শিল্পী যাঁরা কবি নজরুলের সান্নিধ্য ও সাহচর্য পেয়েছিলেন তাঁদের গাওয়া রেকর্ডকৃত গান যেগুলি ১৯৪২ সালের পরে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে, সেগুলিও স্বরলিপি প্রণয়ন ও স্বরলিপির শুদ্ধতা যাচাই, প্রমাণীকরণ ও সত্যায়নের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে।

(গ) ১৯৪২ সাল পর্যন্ত যেসব শিল্পী নজরুলের অনুমোদন নিয়ে সুরারোপ করে গান রেকর্ড করেছেন এবং রেকর্ড করিয়েছেন, সেইসব রেকর্ডকৃত গান স্বরলিপি প্রণয়ন ও স্বরলিপি শুদ্ধতা যাচাই এবং প্রমাণীকরণের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে।

পরবর্তীকালে ১৪ এপ্রিল ১৯৮৬ সালে নিম্নরূপ আরেকটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আরো একটি প্রসিদ্ধ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নজরুল একাডেমীসহ সরকারী অনুদান প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ যারা নজরুল - সংগীত স্বরলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছে তাদেরকে তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত প্রণীত, প্রকাশিত ও আগামীতে প্রকাশিতব্য নজরুলের গানের স্বরলিপি সরকার কর্তৃক গঠিত 'নজরুল সংগীত স্বরলিপি প্রমাণীকরণ পরিষদ' কর্তৃক শুদ্ধতা যাচাই, প্রমণীকরণ ও সত্যায়ন করিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সরকারের নির্দেশে নজরুলের সুস্থ ও সচেতন অবস্থায় যে সকল গান নজরুল স্বয়ং স্বরলিপি করছেন, কিংবা নজরুলের অনুমোদনক্রমে স্বরলিপিকার স্বরলিপি করেছেন সে সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ নেই। তবে কি উল্লেখিত গানগুলোর স্বরলিপিও উক্ত কমিটির যাচাই ইত্যাদি করার অধিকার আছে? কিংবা থাকলেও সেটা কি গ্রহণযোগ্য– নির্দেশে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল।

এই প্রসংগে আরো একটা প্রশ্ন জড়িত, নজরুলের গীত গান রেকর্ড থেকে ক্যাসেটে ধারণ করা হলে তার শুদ্ধতার কি বিকৃতি ঘটে, নাকি স্বরের বিচ্যুতি ঘটে। সে গানগুলোর স্বরলিপি স্বয়ং নজরুল করে গিয়ে থাকলে তাও কি উক্ত পরিষদ যাচাই করবেন?

যে সকল প্রখ্যাত শিল্পী নজরুলের সান্নিধ্যে এসে নজরুলের গান গেয়েছেন বা সুর দিয়েছেন এবং সে সকল শিল্পী কর্তৃক যদি গানগুলোর স্বরলিপি প্রণীত হয়ে থাকে তাহলেও বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের প্রয়োজন আছে? উল্লেখ্য যে, এ ধরনের শিল্পী বা সুরকার নজরুলের সুস্থ ও সচেতন অবস্থাতে এবং তাঁর অসুস্থতার সময় সুরারোপ করলে কি নজরুলের অনুমোদনের হেরফের হতে পারে, কারণ এ ধরনের অনেক শিল্পী নজরুল অসুস্থ কিংবা নজরুলের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন বা আছেন। ব্রহ্মমোহন ঠাকুর এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন, এ ধরনের শর্ত আরোপ খোদ নজরুলেরও অনেক প্রমাণ্য গান অপ্রামাণ্য হিসেবে গণ্য হওয়ার আশংকা রয়েছে। তিনি বলেছেন, সেই গানগুলি সব সময়ই সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। আর নজরুলের ঘনিষ্ঠ সহচরদের দ্বারা গীত বা সুরারোপিত গানগুলোকে যদি প্রামাণ্য ধরতে হয় তা হলেও

তার সময়সীমা থাকার কোন যুক্তি নেই (নজরুল সংগীত ঃ সুরের বিকৃতি অবিকৃত ও সুরের উৎস : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর)।

প্রসংগত, সরকার নির্ধারিত নীতিমালার প্রথম ধারায় 'অগ্রাধিকার' ভিত্তিতে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। কমিটি গঠনেও নজরুল বিশেষজ্ঞ, যাঁরা নজরুলের গান গেয়ে থাকেন, স্বরলিপি অনুসরণ করতে পারেন এবং স্বরলিপি প্রণয়ন করতে পারেন, তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নির্ভুল সুরে গান গাওয়া একজন শিল্পীর পক্ষে সহজ হলেও, স্বরলিপি অনুসরণ করে যথার্থ সুরে গান পরিবেশেন করা কিংবা গানের নির্ভুল স্বরলিপি প্রণয়ন করা বেশ কঠিন কাজ। আবার স্বরলিপি জানলেই যে বিশুদ্ধ সুরে গান গাওয়া সহজ এমনটি মনে করাও ভ্রান্ত। কারণ "স্বরলিপির সংকেতাবলি চিনিতে ও তাহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেই যে গান গাওয়ার ক্ষমতা জন্মে, এরূপ মনে করা উচিত নহে। স্বরলিপি দেখিয়া দুই-এক বৎসর নিরন্তর অভ্যাস করিলে, তবে লিপি দৃষ্টিমাত্র নূতন গান বিশুদ্ধ রূপে গাওয়া সম্ভব হয়।" (গীতিসূত্রসার ঃ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়)।

স্বরলিপি কাজটা নিষ্ঠা, ধৈর্য ও অভ্যাসের সাহায্যে আয়ত্ত করতে হয়। কিন্তু স্বরলিপির ক্ষেত্রে এগুলোর অভাব প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। স্বরলিপি দেখে গান গাওয়া কিংবা স্বরলিপি তৈরির কাজে সব শিল্পী পারঙ্গম নয়। ফলে স্বরলিপি সংক্রান্ত ব্যাপারটি স্বল্প সংখ্যক শিল্পীর মধ্যে সীমিত। এই সীমিত সংখ্যক শিল্পীর মধ্যে থেকেই সরকার প্রমাণীকরণ পরিষদের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছেন। সুতরাং 'অগ্রাধিকার' ভিত্তিতে নজরুলের তিন হাজার কিংবা এ যাবৎ সংগৃহীত গানগুলো স্বরলিপি আকারে রূপান্তর করতে হলে বিশেষজ্ঞ কমিটির বিশেষজ্ঞদের উপর দায়িত্ব অর্পিত হতে পারে। প্রতি সদস্যকে কমপক্ষে পঞ্চাশ খানা গান সরবরাহ করে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে স্বরলিপি করার কাজ সম্পন্ন করায় সময় বেঁধে দিতে হবে। এটা আবশ্যিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য হবে। এতে বিশেষজ্ঞের স্বরলিপি অনুসরণে ও সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বরলিপি প্রণয়ন করার দক্ষতা সম্পর্কেও ধারণা করা যাবে। কেননা শুধু নজরুলের গান গাইতে পারে বলেই বিশেষজ্ঞ হিসেবে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে স্বরলিপি অনুসরণ কিংবা প্রণয়ন করার জ্ঞানের অভাবে প্রমাণীকরণের কাজটাও নির্ভুল হবে না। বিষয়টি খুবই গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে অনতিবিলম্বে কার্যকর করা আবশ্যক। পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, নজরুল সংগীত স্বরলিপির যে সকল খণ্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশ

একজন স্বরলিপিকার দ্বারা প্রণীত। একক স্বরলিপিকারের জন্যে কাজটা খুবই গুরুভার এবং দীর্ঘসময় সাপেক্ষ। ফলে স্বরলিপি প্রণয়ন, প্রমাণীকরণ, যাচাই ও সত্যায়নের কার্যক্রম ত্বরান্বিত না হয়ে প্রলম্বিতই হবে, যা সরকারি নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই মোটেই কাম্য নয় বলে বিবেচিত। প্রসংগত উল্লেখ্য, নজরুল বিষয়ক শিক্ষা–সফর প্রতিবেদনের 'স্বরলিপিকরণ' অনুচ্ছেদেও এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

এই কাজে আরো গতিবেগ সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক বলে মত প্রকাশ করা হয়। স্বরলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশ যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল ব্যাপার। তবুও নজরুল জন্মশতর্বর্ষকে লক্ষ্য হিসাবে সামনে রেখে যদি ১৫০০ বা ১০০০ গানের (মূল রেকর্ড পাওয়া সাপেক্ষে) স্বরলিপি প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাহলে আরো দ্রুত কাজ গোছাতে হবে। (নজরুল ইনষ্টিটিউট পত্রিকা : উনবিংশ সংকলন)।

উপরোল্লিখিত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রমাণীকরণ পরিষদের সকল সদস্যের দ্বারা কাজটি সম্পাদনের ব্যবস্থা গৃহীত হলে শিক্ষা–সফর প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বিষয়টি পূর্বাহ্নে অনুধাবন করে সুরের স্বাধীনতা কাউকে দিয়ে যান নি, নজরুল পরবর্তীকালে সে সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবিতকালেই লক্ষ্য করেছিলেন যে, তাঁর গানের সুর বিকৃত হওয়ার উপক্রম হতে চলেছে। তিনি এ ব্যাপারে কিছু গায়ক সুরকারদের সাবধানও করে দিয়েছিলেন। কারণ সুর করার স্বাধীনতা দিয়েছেন বলে সুরকাররা যথেচ্ছাচার করবে – এটা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্বরলিপির কাজ শুরু করেন। জগৎ ঘটক এ সম্পর্কে তাঁর 'কবি নজরুল' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন ,

> যদিও পূর্বে তিনি তাঁর গানের কিছু স্বরলিপি আমাকে দিয়ে করিয়ে ছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর গানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য স্বরলিপির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। উত্তরকালে যখন মার্গ সংগীত উদ্ধারকল্পে গান রচনা করতে থাকেন, তখন অধিকাংশ সময়েই আমাকে সঙ্গে নিয়ে বসতেন আর সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি করিয়ে নিতেন। (নজরুল স্মৃতি ঃ বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত)।

নজরুল তাঁর গানের সুর বিকৃতি শুনে বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর রচিত গানের সুর ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঢালাও স্বেচ্ছাচারিতা তাঁকে ব্যথাতুর করে তুলেছিলো। সুর বা গান গাইবার জন্যে স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, মূল সুরকে বিকৃতভাবে পরিবেশন।

নজরুলের উদারতার সুযোগ নিয়ে অনেকেই তাঁর গানের সুরে অস্ত্রোপচার করে ক্ষতবিক্ষত করেছেন। যে কারণেই হোক, তাঁর গানের সুর বিকৃতি করা হলে দস্তুরমতো সেটা অপরাধের যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। এই অপরাধ যাতে সংঘটিত হতে না পারে তার পথ উদ্ভাবন করতে হবে। আর এই দায়িত্ব সংগীত শিল্পী, সংগীত শিক্ষক, নজরুল সংগীত বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, বেতার, টেলিভিশন প্রভৃতি সংস্থাকে গ্রহণ করতে হবে। এদের মাঝে শিল্পী ও শিক্ষকের দায়িত্বটা আসে প্রথম। শিল্পীকে গাইবার সময় নজরুলের গানের সুরবিচ্যুতি যাতে না হয় তার প্রতি সদা সতর্ক থাকতে হবে। গান শেখার সময় প্রকৃত ও শুদ্ধ সুর থেকে গান শেখা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। স্বরলিপি থেকে গান শেখার অভ্যাস থাকতে প্রমাণীকরণ পরিষদ কর্তৃক সত্যায়িত কিনা সে ব্যাপারে নিঃসংশয় হতে হবে। অপরপক্ষে শিক্ষকদের নজরুলের আদি গানের সুর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের গান শেখাবার বিষয়টির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। স্মর্তব্য যে, একবার বিকৃত সুর শিখলে বা শেখালে তা কণ্ঠে কণ্ঠে বিস্তার লাভ করে এবং সুর বিকৃতির পরিধিও বিস্তৃত হয়। এই প্রবণতাকে অবশ্যই রোধ করতে হবে।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, নজরুলের অনেক গান রাগভিত্তিক। রাগের উপর ভিত্তি করে স্বরারোপিত গান পরিবেশন করতে হলে শিল্পীকে কণ্ঠ মার্জনা অবশ্যই করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ব্যাপাটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কণ্ঠ মার্জনা ছাড়া গান গাইলে নজরুলের রাগাশ্রিত গানগুলোর সুর সঠিকভাবে অনুসৃত হতে পারে না। কারণ, "তঁর গানে রাগের রূপাবলী অপেক্ষকৃত অধিক – অর্থকে সুপ্রকট করার জন্য তাহা গানের বিস্তার বা গলার কসরতের অপেক্ষা রাখে, আলাপে যথেষ্ট হয় না।" (নজরুল রচনা-সম্ভার ঃ প্রথম খণ্ড)। সুতরাং নজরুলের গানের সঠিক রূপায়ণ রেয়াজি কণ্ঠ না হলে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ব-উদ্যোগে তাঁর গানের বিকৃতিরোধে সতর্ক ছিলেন। স্বরলিপি করে গানের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে গেছেন। কিন্তু নজরুল গায়কের গায়কির স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চাননি বলে শিল্পী বা শিক্ষক ও সংগীত প্রতিষ্ঠানের হাতে সুরের বিকৃতি ঘটতে দিলে কোনো দূর ভবিষ্যতে নজরুল সংগীতের অস্তিত্ব বজায় রাখাই কঠিন হবে। সুর বিকৃতির হাত থেকে নজরুল সংগীতকে রক্ষা করতে হলে কালবিলম্ব না করে শিল্পী ও শিক্ষকদের সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে।

নজরুল-সংগীতের প্রাসঙ্গিক কথা আরো আছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজে গান

লিখেছেন, সুরারোপও করেছেন স্বয়ং। ফলে তাঁর রচিত গানের বিকৃতি তেমন প্রকট হতে পারে নি। কিন্তু নজরুলের বেলায় ঘটেছে অন্যরকম। তিনি নিজে গান লিখেছেন, নিজে সুরারোপ করেছেন। আবার নজরুল গান রচনা করেছেন, সুরারোপ করেছেন ভিন্ন ভিন্ন সুরকার। নজরুলের নিজের সুরারোপিত গান অপেক্ষা ভিন্ন ভিন্ন সুরকারের সুরারোপিত গানের সুর-বিকৃতির আশঙ্কাই বেশি।

সুরবিকৃতি প্রসঙ্গে বিশিষ্ট স্বরলিপিকার জগৎ ঘটক বলেছেন, 'বর্তমানে নজরুলগীতির সুরে ও ঢং-এ স্বেচ্ছাচারিতা প্রবেশ করে আদি সুর হতে এগুলির পার্থক্য দেখা যাচ্ছে।

নজরুল সঙ্গীতের বিকৃতি সম্পর্কে ডঃ করুণাময় গোস্বামী কিছু তথ্য পরিবেশন করে বলেছেন,

> নানা কারণে নজরুলগীতির পবিশেন বিকৃত হয়। তত্ত্বাবধানের অভাবকেই বিকৃতির সবচেয়ে বড়ো কারণ বলা যেতে পারে। তত্ত্বাবধানের অভাবে নজরুলগীতির ক্ষেত্রে যে শিথিলতা স্বেচ্ছাকল্পনার সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত তারই রন্ধ্রপথে বিকৃতিগুলো প্রবেশ করে থাকে। বিকৃতির তিনটি পর্যায় নির্দেশ করা যায়। অধিকাংশ নজরল গীতির গায়নই আজো শ্রুতিনির্ভর। দ্বিতীয়ত অনেক সময় দেখা যায় একটি জায়গা গায়কের গলায় ঠিক আসছে না—নজরুলগীতিতে কোনো বাঁধাবাঁধি নেই—এমন একটি ভাবনা থেকে গায়ক তা যথাসাধ্য গেয়ে যান। এই শ্রেণীর অক্ষমতার প্রশ্রয় ও সুরসম্পর্কে শিথিল ধারণা থেকেও বিকৃতি উৎপন্ন হয়। তৃতীয় দিকটা তালের। তাও শিথিল বোধ থেকে নজরুলের গান কোনমতে গাইতে পারলেই চলে—এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে বলে মনে হয় (নজরুলগীতি প্রসংগ ঃ ডঃ করুণাময় গোস্বামী)।

নজরুল-সঙ্গীত এই যে সুরবিকৃতির জটিলতার জালে আবদ্ধ তা থেকে এ গানকে মুক্ত করার ব্যবস্থা ত্বরিত গ্রহণ করা আজ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। বিকৃতির ফলে নজরুলের আদি সুর বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেলে নজরুল-সঙ্গীতের অস্তিত্বই ভবিষ্যতে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

নজরুল সঙ্গীত ভাণ্ডারকে অঢেল ঐশ্বর্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সংগীত ঐশ্বর্যের কথা আবদুল আজিজ আল আমান বেশ সুন্দরভাবে বিধৃত করেছেন তাঁর 'নজরুল সংগীত ঃ পটভূমি পরিচয়' নিবন্ধে। তিনি বলেছেন,

> তাঁর (নজরুলের) সংগীত চর্চা চলেছে সমানে। কখনো তিনি সংগীত রচনা করেছেন, কখনো গাইছেন, কখনো সুরের তালিম দিচ্ছেন, কখনো বা সুর সংগ্রহ করছেন, কখনো বা সুর সংযোজনায় তন্ময়। তাঁর গানের তরী কখনই থেমে থাকেনি, - সংগীতের সোনার ফসলে সে তরী ধীরে ধীরে পরিপুর্ণ হয়ে উঠেছে। (নজরুল গীতি-অখণ্ড, সম্পাদনা আবদুল আজিজ আল আমান)।

কাজী নজরুল ইসলাম সঙ্গীতের সোনার ফসল দিয়ে যে তরী পরিপূর্ণ করে দিয়ে গেছেন সেই সঙ্গীতকে সুরবিকৃতির বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা আজ জাতীয় কর্তব্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এ দায়িত্ব এককভাবে পালন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যে রাষ্ট্রীয় ও সমষ্টিগত উদ্যোগ প্রয়োজন। এমনকি সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেও সুচিন্তিত পরিকল্পনা, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন দ্বারা সুরবিকৃতির বিদ্যমান ধ্বংস গতিরোধ করা অত্যন্ত জরুরি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, নজরুল সঙ্গীতের সুরবিকৃতি রোধকল্পে একটি সুচিন্তিত সুপারিশমালা উপস্থাপিত হলো :

১। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত নজরুলের গানের একটি অখণ্ড গীত সংকলন প্রকাশ, এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গান নজরুলের আদি রেকর্ডে ধরণকৃত গানের বাণী ও সুর অনুসরণ করে প্রণীত হবে।

২। নজরুলের গানের সর্বোচ্চ সংখ্যক রেকর্ডের সংগ্রহ গড়ে তোলা। এতে নজরুলের গানের প্রচারের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাবে।

৩। আদি রেকর্ডে ধারণকৃত গান সংগ্রহ করে প্রমাণীকরণ পরিষদের মাধ্যমে সত্যায়ন ও সংকল্প প্রকাশ ও স্বরলিপি প্রণয়ন। এতে বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্রে নজরুলের শুদ্ধ গানের প্রচার বৃদ্ধি পাবে।

৪। বেতার টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে নজরুলের গান অবিকৃত সুরে গাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ। এজন্যে গণমাধ্যমের আধিকারিক/নজরুল সংগীত বিশেষজ্ঞ সনম্বয় কমিটি গঠন।

এখানেই নজরুলের অনুমোদন প্রয়োজন। তিনি যে সকল সুরকারকে গানের সুর করার অধিকার দিয়ে গেছেন কেবলমাত্র তাঁদের গানেই অবিকৃত রূপ পাওয়া যাবে। তবে সে গানগুলোর সুর ও আদি রেকর্ডের সুর অনুসরণ করে গাইতে হবে।

সুর বিকৃতির আশঙ্কা থেকেই যায়।

৫। বেতার টেলিভিশনে নজরুল সংগীত বিশেষজ্ঞের পরিচালনায় বিশুদ্ধ সুরে 'নজরুল সংগীতের আসর' প্রচার শুরু।

৬। বেতার ও টেলিভিশনের অডিশনের সময় অডিশন বোর্ড প্রমাণীকরণ পরিষদ সদস্য সমন্বিত/নজরুল বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠন। অডিশনে প্রমাণীকরণ পরিষদ কর্তৃক সত্যায়িত গান শুদ্ধ সুরে গাইতে অপারগ শিল্পীদের গানের সুযোগ দান থেকে বিরত রাখা।

৭। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংগৃহীত আদি রেকর্ড সংরক্ষণ এবং সে গানগুলোকে ক্যাসেটে ধারণ এবং শিল্পীদের শুদ্ধ সুরে গান গাইবার সুযোগ দানের লক্ষ্যে ব্যাপক হারে শুদ্ধ সুরে ধারণকৃত ক্যাসেট বাজারজাতকরণ।

৮। নজরুল সংগীতের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোর্স প্রচলনের ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রশিক্ষণ দু প্রকারের করা যেতে পারে : (ক) শুদ্ধ সুরে গান প্রশিক্ষণ, (খ) স্বরলিপি অনুসরণ করার প্রশিক্ষণ।

৯। নজরুল সংগীতের শুদ্ধ সুর সংক্রান্ত ডেমনেস্ট্রেটিভ কর্মশালার আয়োজন। কার্যক্রম রেকর্ড করে প্রতি মাসে বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার।

১০। নজরুলের শুদ্ধ সংগীত প্রচারের নিমিত্তে একটি তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন।

১১। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল সংগীত শিক্ষা দান করা হয়। এ সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কেবলমাত্র প্রমাণীকরণ পরিষদ কর্তৃক সত্যায়িত গান পরিবেশন, স্বরলিপিসহ গান লিখন বিষয়টি উল্লিখিত থাকবে।

১২। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর শাখা প্রতিটি জেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত। থানা পর্যায়ে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এই একাডেমীগুলোতে নজরুল-সংগীত শিক্ষা দান করা হয়। এই একাডেমীগুলো থেকে কেবলমাত্র প্রমাণীকরণ পরিষদ কর্তৃক সত্যায়িত গান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৩। নজরুলের গানের স্বরলিপি প্রণয়নের গতি দ্রুতকরণ। এজন্যে প্রমাণীকরণ পরিষদের সদস্যদের উপর দায়িত্ব অর্পণ।

১৪। রাজধানীসহ দেশের বিভাগীয় বিভিন্ন জেলা শহরের নজরুল-সংগীত সম্মেলনের আয়োজন।

১৫। বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে নিয়মিত রেকর্ডে ধারণকৃত আদি গ্রামোফোন রেকর্ড বা ট্রান্স্ফারকৃত ক্যাসেট বাজানোর ব্যবস্থাকরণ।

১৬। বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র/ম্যাগাজিনে নিয়মিত আদি ও শুদ্ধ সুরের উপর ভিত্তি করে এবং বিকৃতিরোধের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রবীণ বিশেষজ্ঞদের গঠনমূলক আলোচনা/সমালোচনা প্রচার/প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ।

১৭। বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনপ্রাপ্ত সকল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রমাণীকরণ পরিষদ কর্তৃক সত্যায়িত নজরুল-সংগীত শিক্ষাদান নিশ্চিতকরণ।

১৮। প্রস্তাবিত নজরুল-সংগীত, তত্ত্বাবধায়ন কমিটিতে প্রামাণীকরণ পরিষদ সদস্যদের সঙ্গে বেতার, টেলিভিশন, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণ।

গানের ভূবনকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে নজরুল যে পর্যাপ্ত পরিমাণ গান রচনা করে নিজে সুরারোপ করেছেন এবং তাঁর অনুমোদিত সুরকারবৃন্দ দ্বারা সুরারোপিত হয়েছে এবং যে সকল সুর নজরুল কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে সে গানগুলো ঐতিহাসিক কারণে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শুদ্ধ সুরে নজরুলসংগীত শিক্ষা ও পরিবেশনার জন্যেই সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রামাণিক সুর সংরক্ষিত থাকলে নজরুলের গান বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। বিকৃতি রোধ করা না গেলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা শুনতে শুনতে কিংবা ভবিষ্যতের শিল্পীরা বিকৃত সুরে গান শিখতে শিখতে কোনটা আসল আর কোন্টা নকল সুর তার খেই হারিয়ে ফেলবে।

নজরুলের গান যাঁরা সরাসরি তাঁর কাছ থেকে শিখেছেন, এখনও যাঁরা জীবিত রয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নজরুল ইননিস্টটিউট যেমন কিছুটা স্বরলপি প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে তেমনিভাবে এই স্বরলিপিগুলি সুলভ মুল্যে যাতে সর্বত্র পাওয়া যায় এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রসংগক্রমে আরেকটি বিষয় স্মরণীয় যে, এই উপমহাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এক মাত্র ঢাকা বিশ্বদবিদ্যালয়েই নজরুল-সংগীত বিষয়ে অনার্স ও উচ্চতর শিক্ষা গবেষণার সুযোগ রয়েছে। নজরুল -সংগীত বিশুদ্ধভাবে গাওয়া, প্রচার-প্রসারে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই শিক্ষাক্রমকে অনুসরণ করে বিভিন্ন একাডেমী, ইনস্টিটিউট পাঠ দান করতে পারে।

উপসংহারে নজরুল-সংগীত বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের সঙ্গে কণ্ঠে মিলিয়ে বলা যায়, "নজরুলের গান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি... স্বেচ্ছাচারে একে ধ্বংস হতে দিলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।" শুধু কি তাই, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের চির অপরাধী হয়ে থাকতে হবে। সুতরাং ঐতিহাসিক এবং প্রজন্ম পরম্পরার স্বার্থেই নজরুল-সংগীতের বিকৃতি রোধকল্পে আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।